বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন

ইউনিট ১৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুক্ত অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতির জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। আবার বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক কিছু প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে। এজন্য দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। আমরা এ ইউনিটে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

১৬.১.১. বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি। ফলে তার বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। তবে আমাদের আমদানির বেশির ভাগ হচ্ছে মূলধনী দ্রব্য, মাধ্যমিক পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল যা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

খ. **বাণিজ্য শর্তের উঠানামা ঃ** রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাতকে বাণিজ্য শর্ত বলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত স্থির নয়, প্রায় প্রতি বছরই উঠানামা করে। বাণিজ্য শর্তের উঠানামার ফলে রপ্তানির ক্রয় ক্ষমতা উঠানামা করে।

গ. **মুষ্টিমেয় রপ্তানি দ্রব্য ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যে কেন্দ্রভূত। তৈরি পোশাক, হোসিয়ারী দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়েত খাদ্য ও চামড়া থেকে রপ্তানি আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ আসে। গিনি কেন্দ্রীভবন অনুপাত থেকে দেখা যায় রপ্তানির এই কেন্দ্রীয় ভবন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. **গুটি কয়েক দেশে রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর ভৌগলিক কেন্দ্রীভবন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় সংঘভুক্ত উন্নত দেশগুলোতে রপ্তানির সিংহ ভাগ যায়।

ঙ. **রপ্তানি বাণিজ্যের গঠন ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ কম এবং শিল্পজাত পণ্যের অংশ বেশি।

চ. **সার্কভূক্ত দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ** সার্কভূক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ খুব কম। এসব দেশে থেকে আমদানির পরিমাণ বেশি। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে যে সব পণ্য আসে তার পরিমাণও খুব বেশি।

ছ. **আমদানির গঠন ঃ** বাংলাদেশের আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ কম এবং মূলধনী পণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল-এর পরিমাণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য-তৈরি পোশাক ও নীট ওয়ার-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সুতা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে জনশক্তি রপ্তানি থেকে।

ঝ. **ব্যক্তিগত খাতের গুরুত্ব ঃ** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

ঞ. **রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন ঃ** আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার-এর উৎপাদনের জন্য মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকাংশই আমদানি করা হয়। এজন্য রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম। এই শিল্পের সঙ্গে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী সংযুক্ত শিল্পের উন্নতি করে এ সমস্যা হ্রাস করা যায়।

১৬.১.২. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হল ঃ

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস ঃ** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। জি,ডি,পি-এর শতকরা অংশ হিসেবে এই ঘাটতির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খ. **বাণিজ্য শর্তের নিম্নগতি ঃ** বাণিজ্যশর্তের প্রবণতায় সামান্য নিম্নগতি দেখা যায়। বাণিজ্য শর্তের এই প্রবণতার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ১ একক রপ্তানি ক্রমান্বয়ে কম পরিমাণ আমদানি ক্রয় করতে সক্ষম।

গ. **রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তন ঃ** রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ ১৯৭০ এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এ পণ্য দুটোর গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশঃ তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী খাতের, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের এবং পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানকালে তা নেই। এর পরিবর্তে বর্তমানকালে ব্যক্তিগত খাতের এবং উত্তর আমেরিকার ও ইউরোপীয় সংঘভূক্ত দেশগুলোর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়তঃ রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষিজাত পণ্যের পরিবর্তে শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. **আমদানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঃ** পূর্বে বিশেষতঃ ১৯৭০-এর দশকে আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য শস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। তবে কোন বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের

কারণে খাদ্য উৎপাদন কম হলে ঐ বছর সাময়িকভাবে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে খাদ্যসহ ভোগ্যপণ্য আমদানির বড় অংশ জুড়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে মূলধনী দ্রব্য ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে পূর্বে রেমিট্যান্স এর অর্থের বেশির ভাগ যুক্তরাজ্য থেকে আসত। এখন বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বেশিরভাগ আয় আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে।

চ. **সার্কভুক্ত দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি ঃ** বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষত বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের বিশেষত ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। তবে এই ঘাটতির একটি বড় কারণ হচ্ছে ভারত থেকে শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি।

সারসংক্ষেপ ঃ

১. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে রপ্তানির পণ্য ও ভৌগোলিক কেন্দ্রীভবন, রপ্তানি পণ্যের নিম্ন মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি, বাণিজ্য শর্তের উঠানামা, রপ্তানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য এবং আমদানির মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কিত পণ্যের গুরুত্ব।

২. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস, রপ্তানি বাণিজ্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে তার স্থলে তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি, আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যশস্যসহ ভোগ্যপণ্যের গুরুত্ব হ্রাস, সার্কভুক্ত দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি।

অনুশীলনী ১৬.১

নৈর্ব্যক্তিকে প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য

ক. সমীকরণ খ. উদ্ধৃত্ত

গ. ঘাটতি ঘ. কোন বছর উদ্ধৃত্ত ও কোন বছর ঘাটতি।

২. বাণিজ্য শর্ত বলতে বুঝায়

ক. রপ্তানি ও আমদানির অনুপাত,

খ. রপ্তানি ও আমাদানির বাধাসমূহ

গ. রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাত

ঘ. উপরের কোনটি নয়।

৩. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি

ক. পাট খ. পাটজাত দ্রব্য

গ. তৈরি পোশাক ঘ. হিমায়িত খাদ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

২. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

পাঠ ২ : বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের আমদানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৬.২.১. বাংলাদেশের রপ্তানি

বাংলাদেশের রপ্তানি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই পণ্যগুলো দুভাগে ভাগ করা যায় যেমন, প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য। নিচে কয়েকটি প্রধান রপ্তানি পণ্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

১২.২.১.১. প্রাথমিক পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রাথমিক পণ্যসমূহ রপ্তানি করে মোট ৪৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানি আয়ের ১২.৩ ভাগ ছিল। প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে কাঁচা পাট, চা ও হিমায়িত খাদ্য প্রধান। উক্ত বছরে এই তিনটি পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচে এই তিনটি রপ্তানি পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

ক. কাঁচা পাট – পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। ১৯৭০-এর দশকে পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে বর্তমানে পাটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশের পাট রপ্তানির পরিমাণও পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। দেশে পাটের তুলনায় ধানের চাষ অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় পাট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প পেট্রোলজাত কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার প্রসার লাভ করায় পাটের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু কাঁচা পাট দেশের পাট শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কাঁচাপাটের পরিমাণ হ্রাস পায়। যাহোক ১৯৯৫-৯৬ সালে কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কাঁচা পাটের বাজারে অস্থিতিশীলতার জন্য কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয় ব্যাপকভাবে উঠানামা করে।

খ. চা – চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। দেশে চায়ের উৎপাদনে উঠানামা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের জন্য চা রপ্তানিতে হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে চা রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ. হিমায়িত খাদ্য – হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি অপ্রচলিত পণ্য। কিন্তু এই পণ্যটি থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৬.২.১.২ শিল্পজাত পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ স্বল্প সংখ্যক শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্যসমূহ থেকে মোট ৩০৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়। উল্লেখ্য যে, একই বছরে

শিল্পজাত পণ্যসমূহ থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৩৪০৬ মিলিয়ন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮৭.৭%। নিচে প্রধান প্রধান শিল্পজাত রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

ক. পাটজাত দ্রব্য – ১৯৭০-এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। দেশে যোগান সংক্রান্ত অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার, পরিবহন ও প্যাকেজিং শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইত্যাদি কারণে চাহিদা হ্রাস – এই উভয় প্রকার প্রভাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দীর্ঘকালে হ্রাস পেয়েছে। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতেও বার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খ. চামড়া – চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশে একটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য। তবে সম্প্রতিককালে এই পণ্যটির রপ্তানিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্যটি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

গ. তৈরি পোশাক – বর্তমানে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ঐ বছরে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ৫৭.২% ভাগ এবং মোট রপ্তানির ৫০.২% ভাগ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের কৃতিত্ব অভূতপূর্ব। ১৯৭০-এর দশকে প্রায় অজ্ঞাত একটি পণ্য থেকে বর্তমানে এটি একটি প্রধান রপ্তানি পণ্যে উন্নীত হয়েছে। এই পণ্যের একটি দুর্বলতা হচ্ছে এটির আমদানি নির্ভরতা। সুতা, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অধিকাংশ উপকরণ আমদানি করা হয় এজন্য এ পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম।

ঘ. নীট ওয়্যার – নীট ওয়্যার রপ্তানি ১৯৮৯-৯০ সালের পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৮৯-৯০ সালে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ পাটজাত দ্রব্য ও চামড়া রপ্তানির মোট আয়ের চেয়ে বেশি)।

১৬.২.২. বাংলাদেশের আমদানি

অর্থনীতিতে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি করা হয়। ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে আমদানি পণ্যসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য। নিচে এসব পণ্যের আমদানি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক. ভোগ্যপণ্য – বাংলাদেশ খাদ্যশস্য (চাল ও গম), চিনি, গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি ভোগ্য পণ্য আমদানি করে। এসবের মধ্যে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্য ও গুঁড়ো দুধের আমদানির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য কোন বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পেলে ঐ বছর খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগ্যপণ্য আমদানি মোট আমদানির প্রায় ১৩% ছিল।

খ. মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল – বাংলাদেশ নানাবিধ মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে। যেমন, কাঁচাতুলা, কৃত্রিম তন্তু, সুতা, কাপড়, অপরিশোধিত ভোজ্য তৈল, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা ইত্যাদি। ১৯৯৫-৯৬ সালে এসব পণ্য আমদানির জন্য আমদানি ব্যয়ের শতকরা

৫০ ভাগেরও বেশি ব্যয়িত হয়। এ জাতীয় পণ্যের বেশি আমদানি অর্থনীতিতে উৎপাদন কার্যাবলীর সন্তোষজনক অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।

গ. মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি পণ্য – বাংলাদেশে মূলধনি যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এজন্য দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাকর্ম, ইত্যাদি খাতের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য মূলধনি পণ্য আমদানি করতে হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ সকল পণ্য আমদানির জন্য মোট আমদানির প্রায় ১৬% ভাগ ব্যয়িত হয়।

ঘ. অন্যান্য পণ্য – কিছু পণ্য আছে যেগুলো সুস্পষ্টভাবে উপরের তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ১৯৯৫-৯৬ সালে এরূপ পণ্য আমদানিতে ব্যয়িত হয় মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় ১৬% ভাগ।

সারসংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের রপ্তানি মুষ্টিমেয় পণ্যে কেন্দ্রীভূত। প্রাথমিক পণ্য যেমন – কাঁচা পাট, হিমায়িত খাদ্য, চা এবং শিল্পজাত পণ্য যেমন, পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার ও চামড়া প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য।

২. বাংলাদেশের আমদানিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ভোগ্য পণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি দ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্য।

অনুশীলনী ১৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন পণ্যটি রপ্তানি করে না?
   - ক. পাট
   - খ. মোটর গাড়ী
   - গ. হিমায়িত খাদ্য
   - ঘ. চামড়া।

২. পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাসের কারণ
   - ক. দেশে আবাদী ভূমির অভাব
   - খ. পাট উৎপাদন পরিবেশ নষ্ট করে এই প্রচারণা
   - গ. পাটের প্রতিযোগী কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহারের প্রসার
   - ঘ. দেশে তৈরি পোশাকের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. বাংলাদেশের প্রধান আমদানি
   - ক. খাদ্যশস্য
   - খ. মোটর গাড়ী
   - গ. সেচযন্ত্র
   - ঘ. শিল্পের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করুন

২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি কি কি?

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য : মূলধনী খাত, রিজার্ভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৬.৩.১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল ঃ

ক. চলতি হিসাবে ঘাটতি – বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি রয়েছে। তবে এই ঘাটতির পরিমাণ বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতির চেয়ে কম। কারণ, বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যা বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করে। সাম্প্রতিকালে রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধির হার আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হওয়ায় এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

খ. মূলধনি হিসাবে উদ্বৃত্ত – বাংলাদেশ মূলধন আমদানিকারক দেশ। লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে যে ঘাটতি হয় তা মূলধন আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। মূলধন আমদানির পক্ষে যুক্তি হল দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ মূলধন দরকার দেশজ মূলধনের পরিমাণ তার তুলনায় কম। এই ঘাটতি মূলধন আমদানি করে পূরণ করা হয় এবং এই মূলধন ব্যবহার করে ভবিষ্যতে যে উৎপাদন হবে তা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে। সাম্প্রতিককালে মূলধনি উদ্বৃত্তের পরিমাণে নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়।

গ. অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রাধান্য – মূলধনি হিসাবে উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য। বাংলাদেশ বিদেশের সরকার এবং আর্ন্তজাতিক ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করে। বাংলাদেশ কিছু অনুদানও পায় এবং কিছু ক্ষেত্রে ঋণকে অনুদানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে রূপান্তর শুরু করায় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাহায্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ এখনও খুবই কম।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ -আমদানির জন্য যে সময় অর্থ প্রদান করতে হয় রপ্তানি আয় ঠিক সে সময় নাও হতে পারে। আমদানির জন্য অর্থ প্রদানের ও রপ্তানি আয়ের প্রবাহ সমলয় করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। চলতি আয়ের ঘাটতি যদি মূলধনি হিসাবের উদ্ধৃত্ত দ্বারা পূরণ করা না যায় তাহলে রিজার্ভ ব্যবহার করে তা পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে রিজার্ভ হ্রাস পায়। অপরদিকে, মূলধনি হিসাবের উদ্ধৃত্ত চলতি আয়ের ঘাটতির চেয়ে বেশি হলে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক কারণে, বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উঠানামা দেখা যায়। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম রাখে। তবে কোন কোন বছর এই রিজার্ভের স্তর এত কমে যায় যে তা সংকটাবস্থা সৃষ্টি করে। তখন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হয়।

সার সংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চলতি হিসাবে ঘাটতি এবং মূলধনি হিসাবে উদ্বৃত্ত। মূলধনি হিসাবে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রাধান্য রয়েছে; বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা পত্রকোষ বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম।

২. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্তর উঠানামা করে। তবে এ স্তর হঠাৎ দ্রুতভাবে নামতে থাকলে সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

অনুশীলনী ১৬.৩

১. বাংলাদেশের চলতি হিসাব
   ক. সমীকৃত
   খ. উদ্বৃত্ত
   গ. ঘাটতি
   ঘ. কখনও উদ্বৃত্ত এবং কখনও ঘাটতি।

২. বাংলাদেশের মূলধনি হিসাব
   ক. সমীকৃত
   খ. উদ্বৃত্ত
   গ. ঘাটতি
   ঘ. কোন বছর উদ্বৃত্ত এবং কোন বছর ঘাটতি

৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
   ক. সব সময় সন্তোষজনক
   খ. উঁচু স্তরে থাকে
   গ. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল
   ঘ. উঠানামা করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

পাঠ ৪ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে বাণিজ্য ও শিল্পনীতি অনুসরণ করতে থাকে তাকে বলা যায় আমদানি বিকল্প নীতি। এর বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানির উপর শুল্ক ও অশুল্ক বাধা আরোপ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ। এসব নীতির ফলে রপ্তানি তথ্য পণ্য উৎপাদনের তুলনায় আমদানিতব্য পণ্যের উৎপাদন বেশি লাভজনক হত এবং ফলে রপ্তানিতব্য পণ্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিত হত। ১৯৮০-এর দশকের প্রথম ভাগ থেকে বাংলাদেশ কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে থাকে এবং এর আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই নতুন বাণিজ্য ও শিল্প নীতিকে বলা যায় রপ্তানী চালিত প্রবৃদ্ধি কৌশল। এই নীতির অধীনে রপ্তানি উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১.১. শুল্ক হ্রাস – আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে দেশের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ও কাঁচামালের দাম হ্রাস পেয়েছে।

২.২. অশুল্ক বাধা অপসারণ – আমদানি পণ্যের উপর বিভিন্ন প্রকার অ-শুল্ক বাধা অপসারণ করা হয়েছে। এখন মাত্র গুটি কয়েক পণ্যের ক্ষেত্রে এই বাধা আছে। এর ফলে বিদেশ থেকে পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি সহজ হয়েছে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপের ফলে আমদানি পণ্যের দেশজ উৎপাদনে যে পক্ষপাত ছিল তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩. রপ্তানি প্রণোদনাসমূহ ঃ

ক. শুল্ক ও কর অবহার – রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রেয়াতী হারে শুল্ক প্রদান করে যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারে। এছাড়া তাদের রপ্তানি আয়ের উপর আয়কর রেয়াত দেয়া হয়।

খ. শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা – এই ব্যবস্থার আওতায় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিকারগণকে রপ্তানিতব্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত শুল্ক প্রত্যর্পণ করা হয়। তাছাড়া সম্পূর্ণ তৈরি দ্রব্য রপ্তানির পর এর উপর প্রদত্ত আবগারী শুল্কও প্রত্যর্পণ করা হয়।

গ. বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা – এই ব্যবস্থার আওতায় ১০০% রপ্তানি শিল্প ইউনিটসমূহ কোন শুল্ক প্রদান না করে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করতে পারে। আমদানিকৃত উপকরণ প্রথমে বন্ডেড ওয়্যার হাউজে মজুদ করা হয় এবং পরবর্তীকালে সরকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপকরণ খালাস করা হয়।

ঘ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা – উপরে খ. ও গ. এ বর্ণিত সুবিধা দুটোর ফলে রপ্তানিকারকগণ অবাধ বাণিজ্য অবস্থা ভোগ করেন। এছাড়াও রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করেছে। খুলনা ও সিরাজগঞ্জে আরো দুটি সরকারী এবং চট্টগ্রাম একটি ব্যক্তিগত এলাকা স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব এলাকায় দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণ শুল্ক প্রদান

না করে এবং বাধাহীনভাবে রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপন করতে পারেন। তারা ১০ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ পান এবং এর পরে রপ্তানি আয়ের উপর ৩০-১০০% হারে আয়কর রেয়াত পান।

৬. রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম – এই স্কীম সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানিকারকগণকে তাদের পণ্য চালান পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা এবং ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি কাজে অর্থায়নের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা ঃ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম পর্যায়ে আনা হয়েছে। টাকাকে চলতি হিসাবের সকল প্রকার লেনদেনের জন্য পরিবর্তনযোগ্য করা হয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি উৎসাহিতকরণের জন্য নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা।

সারসংক্ষেপ ঃ

১. বাংলাদেশের অনুসৃত উন্নয়ন কৌশল আমদানি বিকল্প নীতি থেকে রপ্তানি চালিত প্রবৃদ্ধি নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

২. এই নতুন কৌশলে আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস এবং অশুল্ক বাধাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে এবং এর ফলে আমদানিতব্য পণ্যের দেশীয় উৎপাদনে যে পক্ষপাত ছিল তা হ্রাস পেয়েছে।

৩. রপ্তানি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে কতকগুলো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যেমন – শুল্ক ও কর অবহার, শুল্ক প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা, বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন ও রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা হয়।

অনুশীলনী ১৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশে অনুসৃত বর্তমান বাণিজ্য ও শিল্পনীতি মূলত,
   ক. আমদানি উৎসাহিতকরণ নীতি　　খ. আমদানি বিকল্পন নীতি
   গ. পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি নীতি　　ঘ. রপ্তানি চালিত প্রবৃদ্ধি নীতি।

২. রপ্তানি প্রণোদনা নয় কোনটি?
   ক. বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা　　খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
   গ. সীমান্ত প্রহরা জোরদারকরণ　　ঘ. শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা।

৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
   ক. প্রতিযোগিতামূলক　　খ. স্থির
   গ. সস্তা　　ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশে রপ্তানি উৎসাহিতকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি কি?

নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল ১ম পত্র

বিষয় কোড : HSC-1803

সময়- ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান - ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ থেকে যে-কোন পাঁচটি এবং খ বিভাগ থেকে যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ - রচনামূলক প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের দিন)

মান- ১২৫×৫ = ৬০

		নম্বর
১।	একটি দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করুন।	১২
২।	সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।	৪+৮=১২
৩।	ব্যতিক্রমসহ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।	৪+৮=১২
৪।	অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কি বুঝায়? রেখা চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।	৪+৮=১২
৫।	অর্থনীতিতে ভুমি কাকে বলে? ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।	৪+৮=১২
৬।	নিরপেক্ষ রেখা বলতে কি বুঝেন? নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।	৪+৮=১২
৭।	চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে সমতার ভিত্তিতে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা করুন।	১২
৮।	অর্থনীতিতে বাজার বলতে কি বোঝায়? পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।	১২
৯।	আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরীর সংজ্ঞা লিখুন। প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, বর্ণনা করুন।	১২
১০।	লেন-দেন ভারসাম্য বলতে কি বুঝেন? লেন-দেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।	১২

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন

(যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

মান - ৫×৮ = ৪০

		নম্বর
১।	(ক) ভোক্তার উদ্বৃত্ত কি?	৫
	(খ) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।	৫
	(গ) ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।	৫
	(ঘ) যোগান বিধি বর্ণনা করুন।	৫
	(ঙ) চাহিদার নির্ধারক সমূহ কি কি?	৫
	(চ) শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? বর্ণনা কর।	৫
	(ছ) মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?	৫
	(জ) উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কি কি?	৫
	(ঝ) "উৎপাদন মানে উপযোগ সৃষ্টি"- ব্যাখ্যা করুন।	৫
	(ঞ) খাজনা উৎপত্তির কারণগুলো কি কি?	৫
	(ট) নিম খাজনা কাকে বলে?	৫
	(ঠ) শ্রমিক সংঘের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কাজের নাম লিখুন।	৫
	(ড) মোট সুদের উপাদান কি কি?	৫
	(ঢ) "মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার"- ব্যাখ্যা করুন।	৫
	(ণ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ কি?	৫
	(ত) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	৫